দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযানে ৭টি ককটেল সহ ৫জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা করার চেষ্টাকালে ৭টা ককটেল বোমা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ফুটবল মাঠ থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার শওকত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম টুটুল (৩৮), মুন্সিপুর গ্রামের কুতুবউদ্দিন এর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩৮), পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ মন্ডলের ছেলে আব্দুল হান্নান (৫৫), বিষ্ণুপুর গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে মজিবুল হক (৫২), জয়রামপুর বাগান পাড়ার মৃত আইজ উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল মালেক (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সোয়াদ বিন মোবারক, এসআই মিজানুর রহমান, এসআই আসাদুজ্জামান, এসআই মনজুরুল হক, এসআই তাপস কুমার রায়, এএসআই দিরাজ আলী, এএসআই শেখ আবু হানিফ, এএসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, এএসআই আলমগীরসহ সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কিছু দুষ্কৃতকারী সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করার লক্ষে তাহাদের হেফাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য বোমা রাখিয়া জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৭টি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাসের লাটিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যাই। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। দামুড়হুদার ঐতিহ্যবাহী ইয়াংস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফএ) সভাপতি পদপ্রার্থী দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

দামুড়হুদা ইয়াং স্টার ক্লাবের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা ইয়াংস্টার ক্লাবের সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমরাজ উদ্দিন খোকন ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক শমশের আলী।

দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব বনাম মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টর্সে জিতে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করে। ৮৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশ ১৩ ওভার ২ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৮ রান সংগ্রহ করে। ফলে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব ২৪ রানে জয়লাভ করে। দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাবের খেলোয়াড় জয় (গাংনী, মেহেরপুর) ৩ ওভার বল করে মাত্র ৪ রানের খরচায় ৩ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলায় আম্পায়ার ছিলেন আবুল বাশার ও মুকিত আহম্মেদ। ধারাভাষ্য দেন ইমরান নাজির লিটন। স্কোরার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ শনিবার একই সময় একই মাঠে এমআর লজিস্ট্রিকস বনাম স্টুডেন্ট কেয়ার কোচিং

সেন্টার ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলা বসন্তের রুপকন্যা শিমুল বিলুপ্তপ্রায়

গাছে গাছে সবুজ পাতা, মুকুল আর ফুল আর কোকিলের ডাক মনে করিয়ে দেয় বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে রাঙিয়ে অনেক ফুল ফুটলেও এখন আর তেমন চোখে পড়ে না রক্তলাল নয়নাভিরাম শিমুল ফুল। কিন্তু কালের বিবর্তনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আগুন ঝরা ফাগুনে চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের অপরূপ সাজে সজ্জিত শিমুল গাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এক-দেড় যুগ আগেও দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে আর রাস্তার পাশে অনেক শিমুল গাছ দেখা যেত। প্রতিটি গাছে গাছে প্রস্ফুটিত শিমুল ফুলই স্মরণ করিয়ে দিত বসন্তের আগমনী বার্তা। বসন্ত আগমনের এক সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটি গাছেই আসতে শুরু করেছে নতুন পাতা। ইতি মধ্যেই কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতালে ফাগুনের উত্তাল বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছে দোলা। মুকুল আর শিমুল ফুল দেখে বোঝা যায় শীত বিদায় নিয়ে আসছে ফাগুন। শিমুল গাছের শাখাগুলো বসন্তের আগমনে লাল শাড়ির ঘোমটা পরা গ্রাম্য নববধূর সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়, যা দর্শনে হতাশ প্রেমিকের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা। অন্যান্য গাছের তুলনায় শিমুল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বহু দূর থেকে এ মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেবল সৌন্দর্যই বিলায় না, শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিষ ফোড়া, আখের গুড় তৈরিতে শিমুলের রস ও কোষ্ঠ কাঠিণ্য নিরাময়ে গাছের মূলকে ব্যবহার করতো।

শিমুল গাছ ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শিমুল গাছ দেড় শ’ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল। চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সঙ্গে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। বালিশ, লেপ ও তোশক তৈরিতে শিমুল তুলার জুড়ি নেই। অথচ বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে অকারণে কেটে ফেলছে।

ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হলেও সেই তুলনায় রোপণ করা হয়নি। ফলে আজ বিলুপ্তির পথে গাছটি। শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। গাছটি নিধনের জন্য একমাত্র ইটভাটাই দায়ী। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করত। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় তেমন চোখে পড়ে না শিমুল গাছ। প্রতিনিয়ত বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে শিমুল গাছ। যার কারনে গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অতি চিরচেনা শিমূল গাছ।

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় ডাকবাংলো চত্তরে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

এসময় তিনি বলেন, বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য রুখতে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার শান্তি সমাবেশ সফল করতে বিকেল ৩ টার সময় ডাক বাংলো চত্তরে সবাইকে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, ভেদাভেদ ভূলে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল সফল করতে হবে।

প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আজিজুল হক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, নাটুদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আ: সালাম। আওয়ামী লীগ নেতা আলফাজ মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্মআহবায়ক সেলিম উদ্দিন বগা, যুগ্ম আহবায়ক এসএম মহাসিন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আঃ হালিম ভুট্টু। উপজেলা যুবলীগ নেতা হযরত আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ হাফিজুর শামসের, হায়দার আলী, হাসান আল বাখার ডলার, নাহিদ, স্বপন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক এমএ করিম, ছাত্র লীগ নেতা শেখ সোহেল প্রমূখ।

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে সিমরান স্টোরে চুরি করার সময়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান ঘর দখল, চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মৎস আড়ৎ এলাকায় মৃত হাফিজ মালিথার ছেলে বিএনপি নেতা আকবত আলী মালিথার সাইকেলের দোকান রয়েছে। যার দোকান নং ৯৩/১। আকবত আলীর দুইটি স্ত্রী। দুই সংসারে তার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দুই পক্ষেরই দুটি করে ছেলে রয়েছে। আকবত আলীর দোকানের ডানদিকে তার মেজো ছেলের দোকান ও তার বামদিকে ৯৩/২ নং দোকানটি তার আরেক ছেলে আফছার আলী। আফছার আলী এই দোকানটিতে দীর্ঘ বছর ধরে মাছুম সু স্টোর নামে জুতা সেন্ডেলের ব্যাবসা করে আসছেন।

বৃহস্পতিবার তার বাবা আকবত আলী ও তার মেজো ছেলে আনছার আলী হঠাৎ করে আফসার আলীর দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা দখল করে নেন। সেই সাথে আফছার আলীর দোকানের চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেন।

আফছার আলী জানান তার বাবার দুইটা বিয়ে। দুই সংসারে তারা ৪ ভাই ৩ বোন।তিনি তাকে সহ আরেক ভাইকেও দোকানের পজিশন বুঝে দেন।সেই সাথে তিনি নিজের জন্যও একটি বড় দোকান রেখে দেন।দোকান গুলি

৪ ভাই এর নামে লিখে দেবার কথা।আমি বলেছি প্রয়োজনে আপনি সব দোকান একা নেন কিন্তু সকল ভাই এর নামে সমবন্টন করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে সকলে এখানে অধিকার পাই। কিন্তু এখন তিনি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দশ্য বাকি ৩ ছেলেকে দেবেন বলে হঠাৎ করে আজ দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন ও চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দিয়েছেন।যাতে করে তার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

তিনি আরো জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসারে হাল ধরে আছেন । পিতা মাতা সহ ভাই বোনদের দেখা শোনা করে আসছেন,তাদের ওষুধপত্র সব

কিনে দেন।তারপরও ১৫ ফুট চওড়া ২৮ ফুট লম্বা এ দোকানগুলোর মধ্য ইতিমধ্যই মেজো ছেলে আনছার ১০ ফুট দখল করে ব্যাবসা করছে আসছে একবার ব্যাবসার ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বরিশাল পালিয়ে যায়।ভাই বোন কারো দেখাশোনা করেনা।বরং সে বাড়ি এসে দোকান দখল সহ তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকি দিচ্ছে।এ বিষয়ে আফছার কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতিতে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে তার পিতা আকবত আলী মালিথার সাথে কথা বললে তিনি দোকান নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

দামুড়হুদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভা কক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবির, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ

উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো চাষের উদ্বোধন

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘সমলয়’ পদ্ধতিতে বোরো চাষ শুরু হয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমলয় পদ্ধতিতে ৫০ একর বা ১৫০ বিঘা জমিতে কৃষিযন্ত্রপাতি সহায়তায় সমলয় পদ্ধতির মাধ্যমে চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

কালিদাসপুর ইউনিয়নে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবির হোসেন।

উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবিন হোসেন বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে চাষাবাদের যাবতীয় খরচ বহন করবে সরকার। কৃষক শুধু খেতে পানি ও পরিচর্যা করবেন। এ প্রকল্প থেকে আধুনিক চাষাবাদের ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি ফলন ফলানো যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১০৩ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমিতে একই জাতের বোরো ধান একই সময়ে আবাদ করা হবে। কৃষকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে বপন, রোপণ ও কর্তন করবেন এই ধান। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘সমলয় চাষাবাদ’।

সমলয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আসাদুল হক মিকা, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক রবিউল হক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে সুপেয় পানির প্লান্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে প্রথম বারের মত সুপেয় পানির প্লান্টের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

বুধবার বেলা ১১ টায় শহরের তাঁতি শেড প্রাঙ্গণে এ প্লান্টন স্থাপন করা হয়। এতে পৌর শহরের প্রায় হাজারো মানুষ শীতল, গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,’ পৌর শহরে সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমবারের মত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্লান্ট থেকে ঠান্ডা,গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।

সুপেয় পানির প্লান্টের স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার নামে স্থাপন করা হচ্ছে। পানির প্লান্ট স্থাপনে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ অর্থ ব্যায় করবে স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার পরিবারবর্গ। প্রতি ঘন্টায় এ পানির প্লান্ট থেকে ২’শ লিটার পানি শোধন করে সাধারণ মানুষ পান করতে পারবে।